মেহেরপুরে তাঁতী লীগ নেতা পাভেলের আত্মহত্যা !

মেহেরপুর সদর থানা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা পাভেল গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

রবিবার সকাল ৯টার দিকে বাড়ির পাশের বাগানের একটি আমগাছে গলায় রশি দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। সেলিম রেজা পাভেল মেহেরপুর পৌর কলেজ পাড়ার স’মিল ব্যবসায়ী মসলেম আলীর ছেলে। ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জের ধরে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে অন্যান্য দিনের মত নাস্তা শেষ করে পাভেল। হঠাৎ করে ৯টার দিকে গলায় রশি দেওয়া অবস্থায় আমগাছে ঝুলতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এস আই শরিফ হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

আরো পড়ুন:
মুজিবনগরে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন

পারিবারিক কলহের জের ধরে দির্ঘদিন ধরে মানসিক অস্থিরতায় ভুগতেন পাভেল। প্রথম স্ত্রীর সাথে মনমালিন্যের পর ২য় বিয়ে করেছিলেন কিছু দিন আগে। প্রথম স্ত্রী বাড়ি থেকে নির্যাতন করে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তার বিরুদ্ধে থানায় একটি অভিযোগও করেছিলেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, মানসিক ও পারিবারিক কলহের কারণেই সে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জানতে চাইলে সদর দক্ষিণ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আয়াত উল্লাহ জানান, ‘হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ের বিষয়টি আমি শুনেছি। ফেসবুকেও দেখিছি। তবে নাছিরের বিয়েতে আমি দাওয়াত পাইনি।’

ছাত্রলীগ নেতার হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ে নিয়ে সমালোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আলোচনা-সমালোচনা তো একটু হবেই।’

সূত্র: কালের কণ্ঠ

৮টা ২৯ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডে শুরু হয়েছে সূর্যগ্রহণ

শুরু হয়েছে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল ৮টা ২৯ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডে শুরু হয় সূর্যগ্রহণ।

আইএসপিআর জানায়, সূর্যগ্রহণটি বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৮টায় শুরু হয়ে দুপুর ২টা ৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে শেষ হবে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে বাংলাদেশ থেকেও আংশিক দেখা যাবে বছরের শেষ এই সূর্যগ্রহণ।

এ ছাড়া দেখা যাবে ভারত, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইনসহ এশিয়ার একাধিক দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে।

নিজ নিজ কক্ষপথে চলমান অবস্থায় পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এক সরলরেখায় চাঁদ এসে গেলে চাঁদের ছায়া ঢেকে দেয় পৃথিবীর পৃষ্ঠ, কখনো পুরোটা, কখনো বা আংশিক। সৌরজগতের এই মহাজাগতিক ঘটনা সূর্যগ্রহণ হিসেবে পরিচিত।

বছরের এই শেষ সূর্যগ্রহণ যখন ঘটবে তখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার কাল্পনিক সরলরেখা থেকে কিছুটা দূরে থাকবে। এ কারণে চাঁদের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর ওপর এমনভাবে পড়বে যে এর ফলে সূর্যকে একটি বলয়ের মতো দেখাবে। তাই এমন গ্রহণকে বলয়গ্রাস গ্রহণ বলা হয়।

কখন দেখা যাবে সূর্যগ্রহণ?

২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা ২৯ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে। বলয়গ্রাস গ্রহণ শুরু হবে সকাল ৯টা ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে। বলয়গ্রাস গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ১টা ৫৫ সেকেন্ডে। গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে।

বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ ভারত, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া থেকে দেখা যাবে বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ।

অনলাইনে দেখা যাবে
Slooh.com ওয়েবসাইট থেকে বৃহস্পতিবারের সূর্যগ্রহণ লাইভ স্ট্রিম করা হবে। এ ছাড়া ইউটিউব থেকে গ্রহণের দিন বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টায় অনলাইন স্ট্রিমিং শুরু হবে। মনে রাখবেন, খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখার চেষ্টা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি রেটিনার কোষ ধ্বংস করে দিতে পারে, কর্নিয়া পুড়িয়ে দিতে পারে। তাই খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখলে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। প্রতি ১৮ মাসে একবার পৃথিবীর কোথাও না কোথাও থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

খালি চোখে দেখবেন না

গ্রহণের সময় খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকালে এক্লিপস ব্লাইন্ডনেস বা সোলার রেটিনোপ্যাথি হতে পারে। প্রসঙ্গত, সূর্য যখন পুরোপুরি ঢাকা থাকে (পূর্ণগ্রহণ), তার চেয়ে যখন আংশিক ঢাকা থাকে অর্থাৎ আংশিক সূর্যগ্রহণকালে সূর্যের দিকে তাকালে চোখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিরোধী বিশেষ চশমা চোখে দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখা যেতে পারে। ছবি তুলতে হলেও ক্যামেরায় সোলার ফিল্টার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা, অন্যথায় ক্যামেরার ক্ষতি হতে পারে।

সূত্র; কালের কণ্ঠ

মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৮ বাংলাদেশীকে পুশ ব্যাক করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৮ বাংলাদেশীকে পুশ ব্যাক করেছে বিএসএফ। রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর তারানগর সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশ ব্যাক করা হলেও পুলিশ সন্ধ্যার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করে।

আটককৃতরা হলেন, মাদারীপুর জেলার জাজিরা গ্রামের সালাম বেপারীর ছেলে রবিউল ইসলাম ব্যাপারি (২০), কোটাবাড়ি শ্রীনদী এলাকার লিজন হাওলাদারের ছেলে শাকিল হাওলাদার (২১), একই জেলার রাজৈর উপজেলার কাটিয়াকান্দি গ্রামের আব্দুর রহিম মুন্সির ছেলে সিরাজুল মুন্সি (২৫), যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার হাসানপুর বুড়িহাটি এলাকার মালেক সর্দ্দারের ছেলে আজিজুল সর্দ্দার (২৩), মনিরামপুর উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের আজয়কুমার দাশের ছেলে শিমুল দাশ (৩০), কোতুয়ালী উপজেলার চাকলঘাট এলাকার পান্নুর ছেলে সুমন হোসেন (২০), সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার শকশেপুর গ্রামের মৃত শাহাদৎ হোসেনের ছেলে রিপন সর্দ্দার (২২) ও পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার শ্রীরামকাঠি গ্রামের রতন মোল্লার ছেলে মানিক হোসেন মোল্লা (২৫)।

পুলিশ জানায়, মুজিবনগর সীমান্তের তারানগর সীমান্ত দিয়ে ৮ বাংলাদেশীকে পুশব্যাক করেছে বিএসএফ সদস্যরা। পরে তারা আনন্দবাস বাজার থেকে বাগোয়ান বাজারের দিকে যাওয়ার পথে রাস্তার মাঝে মিয়া মুনসুর এমএম একাডেমির সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা জানান, ভারতের উত্তর-পশ্চিম বরগুনা দমদম সেন্ট্রাল জেলে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা খাটার পর বিএসএফ তাদের এক জায়গায় রেখে দিয়ে সুযোগ বুঝে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম জানান, রোববার দুপুরের দিকে আসামিরা আনন্দবাস বাজার থেকে বাগোয়ান বাজারের দিকে যাওয়ার পথে রাস্তার মাঝে মিয়া মুনসুর এমএম একাডেমির সামনে এলোমেলোভাবে ঘোরাফেরা করছিলো। স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় আমাদের খবর দিলে সেখান থেকে তাদের আটক করে তাদের থানায় নেওয়া হয়।

পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আটকদের সন্ধ্যার দিকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

- মুজিবনগর অফিস

গাংনীর এম.এইচ.এ বালিকা বিদ্যালয় এসএসসি ফরম পুরনে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের এম.এইচ.এ (মহাম্মদপুর হোগলবাড়িয়া আকুবপুর) বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, স্কুলের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এম.এইচ.এ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফি আদায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করছে না। অতিরিক্ত ফি আদায় নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এসএসসির ফরম পূরণে বিজ্ঞান বিভাগে বোর্ড ও কেন্দ্র ফি ১৯৭০ টাকার পরিবর্তে নেওয়া হচ্ছে ২৩০০ টাকা এবং মানবিক বিভাগে বোর্ড ও কেন্দ্র ফি ১৮৫০ টাকার পরিবর্তে নেওয়া হচ্ছে ২২৫০ টাকা যা নির্ধারিত টাকার চেয়ে অনেক বেশি। বোর্ড নির্ধারিত ফি’র চাইতে অতিরিক্ত ফি দিতে হিমশিম খাচ্ছেন অনেক অভিভাবক।

আবার অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যত শিক্ষা জীবনের কথা চিন্তা করে ধার-দেনা করে টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা লক্ষ্য করা গেছে। একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষকরা টাকা ছাড়া কিছুই বোঝেন না। শিক্ষকরা শিক্ষাকে ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই শিক্ষার্থী তাদের রশিদ দেখিয়ে জানায়,

বোর্ড নির্ধারিত ফিস এর থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ থেকে চারশ টাকা করে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছে থেকে বেশি নেওয়া হচ্ছে। কিছু বলতে গেলে শিক্ষকরা কোন জবাব দেয় না।

এম.এইচ.এ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মো: রফিকুল ইসলাম জানান, আমরা বোর্ড নির্ধারিত ফিস এর বাইরে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছিনা। তবে তিনি বলেন আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উন্নায়ন ফিস বাবদ টাকা নিয়েছি।

তবে উন্নয়ন ফি’র নামে বিজ্ঞান শাখায় ৩০০ টাকা এবং মানবিক শাখায় ২৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। একই প্রতিষ্ঠানে দুই রকম উন্নয়ন ফি কেন জানতে চাইলে তিনি কোন জবাব দিতে পারেন নি। উন্নয়ন ফিস নিতে পারেন কি না জানতে চাইলে, তিনি বলেন ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে টাকা নেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মীর হাবিবুল বাশার বলেন, অতিরিক্ত ফি নেয়া হয়েছে কিনা বিষয়টি আমার জানা নেই, যদি অতিরিক্ত ফি নেয়া হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই বিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলার রহমান জানান, বিষয়টি শুনেছি, অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কে অফিসে ডাকা হয়েছে, সে কিছুদিন সময় নিয়েছে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য।
- এ সিদ্দিকী শাহিন

মেহেরপুরে তিব্রশীতে জনজীবন বিপর্যস্ত-বেড়েছে গরম কাপড়ের চাহিদা

মেহেরপুর সহ সারা দেশে গত বুধবার থেকে হঠাৎ করেই বেড়েছে শীতের প্রকোপ। দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড বরা হয়েছে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় ৭.৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আজ শুক্রবারও দেশের সর্বনিম্ন

তাপমাত্রা মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায়। তিব্রশীতে জনজীবন হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। বিশেষ করে খেটে মানুষরা পড়েছে বেশি বিপদে। তিব্রশীতে কাজ না থাকায় বিপদে পড়েছে দিন-মজুরাও।

গ্রাম-গঞ্জ থেকে কাজের সন্ধানে মেহেরপুরে আসা দিন মজুরের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। এদের মধ্যে হাসেম, জয়নাল, ইজারুল নামের দিন মজুরের সাথে কথা বলে যানা যায় বেশি শীতের কারনে কজে আসতে পারেনি অনেকেই। তাছাড়া কাজও খুব একটা নেই।

এদিকে শীতের পকোপ থেকে রেহাই পেতে গরম কাপড় কিনতে ভিড় জমাচ্ছে দোকান গুলোতে। শুক্রবার মেহেরপুর গরুর হাট সংলগ্ন পুরাতন কাপড়ের দোকনগুলো উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন-মধ্যবিত্তরা এই সব পুরা তন কাপড়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করছে মোটা কাপড়ের পোশাক।

এছাড়াও গ্রাম ও শহরের অলিগলিতে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করতে দেখা যায় অনেককেই। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে গরিব মানুষদের দেওয়া হচ্ছে কম্বল।

এদিকে হঠাৎ করে শীতের তিব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর সংখ্যা। গত দুই দিনে প্রায় শ-খানেক রোগী ভর্তি হয়েছে আবহাওয়া জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে।

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গার আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস সুত্রে জানা যায়, শীতের তিব্রতা আরও বেশি হতে পারে। এছাড়াও চলতি মাসেই একটি শৈত প্রবাহ হওয়ার আশঙ্খা রয়েছে।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনি জানান, আমরা ইতি মধ্যে অসহায় গরিবদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছি। আমাদের কাছে এখনো পর্যাপ্ত কম্বল সংরক্ষিত আছে। সেগুলো বিতরণ করা হবে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ম তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস,

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত তিনদিন ধরে তীব্র শীত অনুভুত হচ্ছে। এতে নিম্ম আয়ের মানুষ পড়েছেন দুর্ভোগে। চুয়াডাঙ্গার হাসপাতালগুলো শীতজনিত রোগির সংখ্যা বেরে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সুত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সিলসিয়াস। একদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা হঠাৎ অনেক কমে যাওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে শিশু ও বয়স্কদের। শিশু ও বয়স্করা শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শীতের তীব্রতা বাড়ার কারণে নিম্ম আয়ের মানুষেরা বিপাকে পড়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না। এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার রাতে জেলার নিম্ম আয়ের মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণের সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, পর্যায়মে জেলার সব এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘন্টায় ভর্তি হয়েছে ২২ ডায়রিয়া রোগি। তীব্র শীতের কারণেই ডায়রিয়া আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। এছাড়া ২৪ ঘন্টায় শীতজনিত রোগে শতাধিক রোগি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা শিশু ওয়ার্ডেও রোগির চাপ বেড়েছে।
চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সামাদুল হক জানান, আগামী ২-৩ দিন চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা কম থাকবে।
– চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সরেজমিনে তার কর্মস্থল থেকে জানাযায়, ২০১৮ সালে মাদকসহ আটক হলেও সে জামিনে এসে বিদ্যালয়ে যোগদান করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাজিরা খাতায় জানুয়ারী ১ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত সাইনের স্থান ফাকা রেখে ২৬ তারিখ থেকেই হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করা হয়েছে। তৎকালীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জেসের আলীর ১৭/০২/১৯ইং তারিখে স্বাক্ষরিত একটি অফিস আদেশে বলা হয়েছে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ইং তারিখে আটক হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

চুড়ান্ত প্রতিবেদ না হওয়া পর্যন্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। সেই অফিস আদেশ হাজিরা খাতার শেষের পাতায় রাখা হয়েছে। মাদকসহ হাতেনাতে আটক হওয়ার পরেও তখনই কেনো কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি এবিষয়ে কেউই কিছু বলতে পারেনি।

প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদ বলেন আমি ঘটনা জানার পরেই অফিসারকে অবহিত করি। ইতোপূর্বে যখন আটক হয়েছিলো তখনই আমি শিক্ষা অফিসে জানিয়েছি তার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে উপজেলা বা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) এহসানুল হাবিব জানান, আমি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে ১৫ ডিসেম্বর জানতে পারি আমি তখনই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করতে পত্র প্রেরণ করেছি। পরবর্তিতে জেলা অফিস থেকে যে নির্দেশনা আসবে সেটাই বাস্তবায়ন করা হবে। তবে এটা খুবই লজ্জাজনক বিষয়। মাদকের বিরুদ্ধে সরকার কঠিন অবস্থানে আর একজন শিক্ষক সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে এরকম ঘৃণ্য কাজ কিভাবে করে?

- নিজস্ব প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ৩২ নেতাকে অব্যাহতি

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় ও বিভিন্নভাবে বিতর্কিত ছাত্রলীগের ৩২ কেন্দ্রীয় নেতাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে

২১ জনকে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে ও ১১ জনকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি দেয়া হয়।

মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেয়া হয়। শিগগির শূন্য পদগুলো পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রলীগ নেতারা হলেন-সহসভাপতি : এসএম তৌফিকুল হাসান সাগর, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, বিএম শাহরিয়ার হাসান, হাফিজুর রহমান, এসএম হাসান আতিক; স্বাস্থ্য সম্পাদক: শাহারিয়ার ফেরদৌস; উপস্বাস্থ্য সম্পাদক: রাতুল সিকদার, শাফিউল সাজিব; উপপ্রচার সম্পাদক: সিজাদ আরেফিন শাওন; উপপাঠাগার সম্পাদক: রুশী চৌধুরী; সহসম্পাদক আঞ্জুমানারা অনু।

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা অব্যাহতি পাওয়া নেতারা হলেন- সহসভাপতি: তানজিল ভুঁইয়া তানভির, আরেফিন সিদ্দিক সুজন, আতিকুর রহমান খান, বরকত হোসেন হাওলাদার, শাহরিয়ার কবির বিদ্যুৎ, সাদিক খান, সোহানী হাসান তিথী, মুনমুন নাহার বৈশাখী, আবু সাঈদ (সাস্ট), রুহুল আমিন, রাকিব উদ্দিন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন তপু; দফতর সম্পাদক: আহসান হাবীব; ধর্ম সম্পাদক: তাজউদ্দীন; উপদফতর সম্পাদক: মমিন শাহরিয়ার, মাহমুদ আবদুল্লাহ বিন মুন্সী; উপসাংস্কৃতিক সম্পাদক: বিএম লিপি আক্তার, আফরিন লাবণী; সহসম্পাদক: সামিয়া সরকার, রনি চৌধুরী।
সূত্র: যুগান্তর

মুজিবনগর কোমরপুরে আওয়ামীলীগ নেতা-কর্মির উপর হামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ বল্টু সহ ৪ আওয়ামীলীগ নেতার উপর হামলা চালিয়েছে ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু সমর্থিত নেতাকর্মীরা।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার কোমরপুর বাজারে আবু বক্কর এর কাপড়ের দোকানে ঘটনা ঘটে।

হামলার শিকার আব্দুর রশিদ বল্টু বলেন, আমি সহ মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু’র নেতৃত্বে বিজয় দিবস উপলক্ষে নেতা কর্মিদের সাথে নিয়ে মুজিবনগরে ফুল দিতে যায়। ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর সাথে না যাওয়ায় সে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এছাড়াও সম্প্রতি মিলু চেয়ারম্যান এর পিতা আমিনুল ইসলাম এর নাম রাজাকারের তালিকায় প্রকাশ পাই। এই সংবাদ এলাকায় প্রচার হওয়াতে আমাদের উপর দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় মিলু সমর্থিত নেতা সজিব। মঙ্গলবার বিকালে কোমরপুর বাজারে আবু বক্কর এর কাপড়ের দোকানে বসে ছিলাম। এমন সময় সজিব এর নেতৃত্বে মাবুদ, মাদার, অন্তর, মজনু, অনিক, মোস্তফা, কালু মেম্বর সহ আরও কয়েকজন এসে আমাদের উপর হামলা চালায়।

মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ এর সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু বলেন, আমাম হোসেন মিলুর পিতা আমিনুল ইসলাম ছিল রাজাকার। তার নাম রাজাকারের তালিকায় প্রকাশ পাই। এই তালিকা স্থানীয় কিছু আওয়মীলীগ নেতা ফটোকপি করে এলাকায় বিলি করে। এতে চেয়ারম্যান আমাদের উপর অনেক ক্ষেপে যায়। এছাড়াও বিজয় দিবস পালনে আমাদের নেতৃত্বে শতশত নেতা কর্মিরা মুজিবনগরে ফুল দিতে যায়। এজন্য মিলু চেয়ারম্যান আরও ক্ষেপে যায়। মঙ্গলবার সন্ধার সময় সেই রাগের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মিলুর সমর্থিত কয়েকজন এসে আব্দুর রশিদ বল্টু সহ বেশ কয়েকজন নেতার উপর হামলা চালায়।

উপজেলা চেয়ারম্যান জীয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, কোমরপুরে মারামারির ঘটনা আমি শুনেছি। মিলু চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ সহ নেতা কর্মিদের মারধর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু বলেন, কোমরপুরে একটু গন্ডগোলের ঘটনা হয়েছে। মিমাংশা করার চেষ্টা চলছে। ওরা যদি মামলা করতে চাই করবে। পিতার নাম রাজাকারের তালিকায় আশা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রে তার নাম এসেছে। আপনারা আমাদের গ্রামে গিয়ে যাচাই করে দেখেন। যদি কেউ রাজাকার বলে তাহলে আমি মেনে নেবো।

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম বলেন, মারামারির ঘটনা শুনে আমরা ঘটনাস্থলে যায়। সেখানের পরিস্থিতি এখন আমাদের নিয়ন্ত্রনে। আর

কোন অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই। এঘটনায় কেউ আটক হয়নি। তবে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

- নিজস্ব প্রতিনিধি